

"হরঃ কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলরিসন্তরণ উপনষিদ নকল

তাহলে এখন অনেকে বৈষ্ণব রা বলতেই যে, "হরঃ কৃষ্ণ" শ্লোক থাকা কলরিসন্তরণ উপনষিদ নকল কিনি তার কমেদ করে বুঝলেন?

উত্তর: বদেশাস্ত্রঃ কোনো মন্ত্রঃ উপদশে থাকলে সেই মন্ত্রঃ ঋষিঃ কঃ, ছন্দঃ কঃ, দেবতাঃ কঃ, শক্তিঃ বীজঃ কঃ এগুলিঃ উল্লেখঃ থাকে সর্বদা।

কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামঃ যে গ্রন্থঃ "হরঃ কৃষ্ণ" নামক শ্লোকঃ রয়েছে, সেখানে এই "হরঃ রাম হরঃ কৃষ্ণ" শ্লোকঃ দেবতাঃ কঃ? ঋষিঃ কঃ? ছন্দঃ কঃ? তা ঐ গ্রন্থঃ উল্লেখঃ নাই। এর থেকে পরিস্কারঃ করাই নিশ্চিতি হওয়া যায়, যে ঐ কলরিসন্তরণ উপনষিদ নামঃ যে পুস্তকঃ "হরঃ কৃষ্ণ" - উল্লেখঃ আছে তা সম্পূর্ণঃ কাল্পনিক।

কোনো বৈষ্ণব পুরাণঃ এই "হরঃ কৃষ্ণ হরঃ রাম" কঃ শব্দঃপ্রমাণঃ সহ সমর্থনঃ কথাঃ হয়নি। এমনকি বৈষ্ণব পুরাণগুলিঃ কোথাও উল্লেখঃ পর্যন্তঃ নাই "হরঃ কৃষ্ণ" - শ্লোকঃ, কলরি মহামন্ত্রঃ হওয়া তো দূরঃ কথা।

অথচ শব্দমহাপুরাণ থেকে শুরু করে সমস্ত শাস্ত্রঃ যজুর্বেদঃ ১৬নং অধ্যায়ঃ ৪১নং মন্ত্রঃ "নমঃ শবায়," কঃ কলয়িগঃ মহামন্ত্রঃ বলা হয়েছে।

মহা পাশুপত পরম্পরাঃ গুরুপরম্পরাগত মান্যতা অনুসারেও নমঃ শবায়, মহামন্ত্রঃ কঃ কলয়িগঃ একমাত্র মুক্তিঃ পথঃ বলে মান্যঃ করা হয়।

নমঃ শবায়, মহামন্ত্রঃ ঋষিঃ ছন্দঃ দেবতাঃ উল্লেখঃ রয়েছে শাস্ত্রঃ তথা প্রকৃত কলরিসন্তরণ উপনষিদে।

এরই সাথে কবৈল্য উপনষিদেও বলা হয়েছে শতরুদ্রয়ি, পাঠঃ করলে পরমগতিলাভঃ হয়। আর এই শতরুদ্রয়ি, সূক্তঃ মধ্যঃই নমঃ শবায়, মহামন্ত্রঃ রয়েছে।

কিন্তু কলয়িগঃ প্রভাবে এই সত্যঃ বলিপ্তিঃ পথঃ এগিয়ে যাচ্ছে তাই আমরা এই কলরিসন্তরণ উপনষিদঃ কঃ তুলে ধরা জন্য উদ্যোগঃ নবো।